বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প -১ (বিআরডব্লিউটিপি -১)

এর ল্যান্ডিং স্টেশন/লঞ্চঘাট এবং প্যাসেঞ্জার রিভার টার্মিনালের

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

(আইডিএ ক্রেডিট নং: ৫৮৪২-বিডি, চুক্তি নং: বিআরডব্লিউটিপি –এস৬এ)

অ্যাড্রয়েট এনভায়রনমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড

ই-মেইল: aecldhaka@gmail.com, ওয়েব: www.aecl-bd.org

নভেম্বর, ২০২৫

সূচিপত্র

সূচিপত্র 1
শব্দকোষ 2
সার সংক্ষেপ 4
ভূমিকা 4
পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের যুক্তি 4
উদ্দেশ্য 5
পদ্ধতি 5
আইন ও নীতি কাঠামো 5
প্রকল্পের বিস্তারিত 5
প্রকল্প দ্বারা চিহ্নিত প্রভাবসমূহ 6
পরামর্শ এবং দলগত আলোচনা 7
যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নীতি 8
পুনর্বাসন এবং স্থানান্তরের বিকল্প সমূহ 8
অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM) 9
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন 9
খরচের প্রাক্কলন এবং বাজেট 9

শব্দকোষ

প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (Project Affected Person-PAP)ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যদি কোন ব্যক্তির, পরিবারের, ফার্ম বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের (i) জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে **ক্ষতিগ্রস্ত** হয়; (ii) বাড়ী, ভূমি (আবাসিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, বন অথবা চারণভূমি সহ অন্যান্য), জলজ সম্প দ অথবা যেকোন অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে **ক্ষতিগ্রস্ত** হয়; অথবা (iii) ব্যবসা-বানিজ্য, পেশা, কর্মস্থল অথবা আবাসস্থান বিশেষভাবে **ক্ষতিগ্রস্ত** /স্থানচ্যূত হয় এমন ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, একক প্রতিষ্ঠান বা যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের **ক্ষতিগ্রস্ত** ব্যক্তি (PAP) হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ক্ষতিপূরণ (Compensation)ঃ ক্ষতিপূরণ বলতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের অথবা প্রকল্পের দ্বারা **ক্ষতিগ্রস্ত** সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী নগদ অর্থ বা সমমূল্যের বস্তু সহায়তাকে বুঝায়।

কমিউনিটি প্রোপার্টি রিসোর্স (Community Property Resource-CPR)ঃ কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোর্স বলতে ধর্মীয়, শিক্ষাবিষয়ক বা সামাজিক সম্পত্তিকে বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত/চালিত হয়। কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোসের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, কবরস্থান, মন্দির, মাদ্রাসা/স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি।

কাট-অফ ডেট (Cut-off date)ঃ কাট-অফ ডেট সেই তারিখকে নির্দেশ করে যার পরে কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের সহায়তার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। স্থাবর সম্প ত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ প্রদানের তারিখকে আইনি ক্ষতিপূরণের জন্য স্বীকৃত কাট-অফ ডেট হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সরকারী ভূমিতে অবস্থিত **ক্ষতিগ্রস্ত** পরিবারের আদমশুমারি (census) ও তাদের সম্প দের **ক্ষতির** জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) তৈরির **শুরুর** তারিখকে স্বত্বহীন (Non-Titled) ব্যক্তিদের জন্য কাট-অফ ডেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাপ্যতা (Entitlement)ঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য নগদ অর্থ বা সমমূল্যের বস্তু ক্ষতিপূরণ, অবকাঠামো স্থানান্তর খরচ, আয় **পুনরুদ্ধার** সহায়তা,অবকাঠামো পূনঃনির্মাণ সহায়তা, আয় প্রতিস্থাপন সহায়তা, ব্যবসা **পুনরুদ্ধার** সহায়তা যা তাদের **ক্ষতির** ধরণ ও মাত্রা/প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি **পুনরুদ্ধারে** সহায়তা করে।

পরিবার (Household)ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একত্রে বসবাস করে, একই সাথে রান্নাবাড়া করে এবং একই সাথে খায় তারাই একক পরিবার হিসেবে বিবেচিত হবে।

ক্ষতির তালিকা (Inventory of losses)ঃ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য জনশুমারি জরিপের সময় ক্ষতিগ্রস্ত সম্প দের লিপিবদ্ধকৃত তালিকাই **ক্ষতির** তালিকা।

স্বত্বহীন ব্যক্তি (Non-titled holder)ঃ স্বত্বহীন ব্যক্তিবলতে সে সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা বিনা অনুমতিতে অন্যের ব্যক্তিগত জমি বা সরকারী জমি ব্যবহার করে।

প্রকল্প (Project)ঃ প্রকল্প বলতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ কে বোঝাবে।

স্থানান্তর (Relocation)ঃ স্থানান্তর বলতে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প এলাকা হতে নতুন এলাকায়/স্থানে স্থানান্তর করা যেখানে সম্প দের ব্যবস্থা, উর্বর জমি/কর্মস্থানসহ ঘর-বাড়ি পুনঃনির্মাণ এবং আয়, জীবিকা, জীবনযাত্রা সমেত সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাকে বুঝায়।

প্রতিস্থাপন খরচ (Replacement cost)ঃ প্রতিস্থাপন খরচ বলতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হারানো সম্প দের মূল্য হ্রাস ছাড়াই বর্তমান বাজার মূল্যে বিদ্যমান অবস্থায় প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ বা অন্য কোন বস্তু সহায়তাকে বোঝায়।

পুনর্বাসন (Resettlement)ঃ পুনর্বাসনের অর্থ হচ্ছে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তর পরবর্তী সময়ে ভূমি অধিগ্রহণসহ ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর ও পুননির্মাণ সংশ্লিষ্ট সব প্রভাব যেমনঃ বাসস্থান নির্মাণ, আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট সব প্রভাব প্রশমন/নিরসন করা।

স্থাপনা (Structures)ঃ স্থাপনা বলতে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি অবকাঠামোসহ সব ধরণের বাড়ি-ঘর, আনুষঙ্গিক ভবন, বাণিজ্যিক কাঠামো, বাসস্থান, কমিউনিটি অবকাঠামো, দোকান, বেড়া ও দেয়াল, নলকূপ, ল্যাট্রিন ইত্যাদিকে বোঝায়।

ক্ষুদ্র বিক্রেতা (Vendor)ঃ ক্ষুদ্র বিক্রেতা বলতে মাটিতে স্থির কোন কাঠামো ছাড়াই কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে এমন ব্যবসায়ীরাই ভেন্ডর হিসেবে বিবেচিত। এসব বিক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কোন শেড ছাড়াই ভ্যানে বা মাটিতে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে এখানে-সেখানে অবস্থান পরিবর্তন করে না। ভাসমান বিক্রেতারা এই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হতদরিদ্র/ঝুঁকিপূর্ন পরিবার (Vulnerable Households)ঃ হতদরিদ্র/ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার হলো (ক) মহিলা পরিবার প্রধান (তালাক হওয়ার কারণে বা বিধবা);অথবা পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যসহ নিম্ন আয়ের মহিলা পরিবার প্রধান (দারিদ্র সীমার নীচে বিবেচিত পরিবার); (খ) অর্থ-সম্দহীন বয়োজ্যেষ্ঠ/অক্ষম পরিবার প্রধান; (গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বিবেচিত হবে এমন পুরুষ প্রধান পরিবার; (ঘ) উপজাতি অথবা সংখ্যালঘু পরিবার; (ঙ) ভূমিহীন পরিবার; এবং (চ) সমাজিকভাবে নিম্ন শ্রেণী বা নিম্নবর্ণের পরিবার।

সার সংক্ষেপ

ভূমিকা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Inland Water Transport Authority) বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প -১' (BRWTP-1) এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক নৌ-পরিবহন ব্যাবস্থা আরও দক্ষ এবং যাত্রী বান্ধব করা। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কম্পোনেন্ট ১ (ঢাকা-চট্টগ্রাম-আশুগঞ্জ করিডোরের খনন কাজ (ড্রেজিং)) এর জন্য একটি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental and Social Impact Assessment) এবং কম্পোনেন্ট ২ (ঢাকা-চট্টগ্রাম অভ্যন্তরীণ নৌপথে ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ২টি কার্গো টার্মিনাল, ১৩টি লঞ্চঘাট/স্টেশন, ৩টি ভেসেল স্টর্ম শেল্টার (Vessel Storm Shelter) এবং ৩টি আইডল বার্থিং সেন্টার নির্মাণ/উন্নয়ন) এর জন্য একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Environmental Management Framework) প্রস্তুত করেছে এবং বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প -১ এর জন্য পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (Resettlement Policy Framework) তৈরি করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট ২ এর অধীনে, ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ২টি কার্গো টার্মিনাল, ৩টি ভেসেল স্টর্ম শেল্টার এবং ৩টি আইডল বার্থিং সেন্টারের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং ৪টি যাত্রীবাহী নদী টার্মিনাল এবং দুটি কার্গো টার্মিনালের জন্য ইতিমধ্যেই পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমান প্রকল্পটি কম্পোনেন্ট ২ এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে ১৩ টি ল্যান্ডিং স্টেশন/লঞ্চঘাটের পুনর্বাসন অথবা উন্নয়নের জন্য একটি সম্পূর্ণ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (Resettlement Action Plan) তৈরী করা হয়েছে। ১৩ টি ল্যান্ডিং স্টেশন/লঞ্চঘাট গুলি হলো ভৈরব বাজার, আলুবাজার , হিজলা , ইলিশা, মজু চৌধুরী, লাহারহাট , ব্যাংকেরহাট , দৌলতখান , তজুমুদ্দিন, মনপুরা , বদ্দারহাট, তমুরুদ্দিন এবং মতিরহাট ।

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের যুক্তি

প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতিমালা ওপি ৪.১২ (OP 4.12 Involuntary Resettlement) কার্যকর করার জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস এবং জীবিকা পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের কারণে অনিবার্য প্রভাবগুলো ১৩টি লঞ্চঘাটে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দুটি চূড়ান্ত তারিখ (কাট অফ ডেট) প্রযোজ্য: একটি সত্ত্বাধিকারী (Titled holder) ব্যক্তিদের জন্য (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী) এবং অন্যটি সত্ত্বহীন/ সামাজিকভাবে স্বীকৃত (Non-titled holder) ব্যক্তিদের জন্য (জনশুমারী শুরুর তারিখ)। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা নিশ্চিত করে যে সকল ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন ২০১৭ (Acquisition and Requisition of Immovable Property Act 2017) এবং বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতিমালা ওপি ৪.১২ অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

উদ্দেশ্য

১৩টি ল্যান্ডিং স্টেশন/লঞ্চঘাট (ভৈরব বাজার, আলুবাজার, হিজলা, ইলিশা, মজু চৌধুরী, লাহারহাট, ব্যাংকেরহাট, দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, মনপুরা, বদ্দারহাট, তমুরুদ্দিন এবং মতিরহাট) এর জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও সেবা প্রদান করা।

পদ্ধতি

১৩টি লঞ্চঘাটের স্থান নির্ধারণ সম্পন্ন হওয়ার পর একটি বিস্তারিত জনশুমারী এবং সম্পদের ক্ষতির তালিকা (Inventory of Losses) এবং বাজারমূল্য জরিপ পরিচালিত হয়। ভিডিও ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে সকল ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা রেকর্ড করা হয় এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের (Project Affected Persons) সঙ্গে পরামর্শ সভা ও দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion) অনুষ্ঠিত হয়। সত্ত্বাধিকারী (Titled holders) ও সত্ত্বহীন/ সামাজিকভাবে স্বীকৃত (Non-titled holders) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে চূড়ান্ত তারিখ (কাট অফ ডেট) নির্ধারণ করা হয়, যাতে সঠিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায়।

আইন ও নীতি কাঠামো

বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-S6A প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি লঞ্চঘাটের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের আইন ও নীতি কাঠামো নিম্নলিখিতের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হবে: (১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন ২০১৭ এবং (২) বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতিমালা ওপি ৪.১২।

প্রকল্পের বিস্তারিত

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির পরামর্শকগণ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ইলিশা, ব্যাংকেরহাট, হিজলা, তজুমুদ্দিন, ভৈরব বাজার, লাহারহাট, মজু চৌধুরী, দৌলতখান, তমুরুদ্দিন, বদ্দারহাট, মতিরহাট এবং মনপুরা লঞ্চঘাট পরিদর্শন, পরামর্শ সভা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে আলোচনা এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের সময়, প্রকল্প এর পরামর্শগণ পর্যবেক্ষন করেন যে পুনর্বাসন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, খনন প্রয়োজনীয়তা এবং নদীর গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু স্থানে লঞ্চঘাট স্থাপন সম্ভব নয় এবং বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (Project Implementation Unit) কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট আলুবাজার লঞ্চঘাটের অবস্থান ব্যতীত প্রকল্পের ১২টি লঞ্চঘাটের স্থান পরিবর্তন করেছে। চূড়ান্ত অবস্থান এবং নকশার ভিত্তিতে, পরামর্শকগণ পুনরায় ১লা মার্চ ২০২৫ থেকে ২০শে আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত ১৩টি স্থানে জনশুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপ পরিচালনা করেন। বিস্তারিত নকশায় ১৩টি লঞ্চঘাটের জন্য সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্তী এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রবেশপথ নির্মাণ, পন্টুন এবং জেটি স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত নকশা এবং বিন্যাস অনুসারে, প্রকল্পটিতে প্রস্তাবিত ১৩টি লঞ্চঘাটে পন্টুন, জেটি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, পার্কিং এলাকা এবং নদীর বাঁধ নির্মাণ

এবং বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও সংযোগ সড়কগুলো উন্নত করা হবে; তবে কোনো সড়ক প্রশস্তকরণ করা হবে না।

প্রকল্প দ্বারা চিহ্নিত প্রভাবসমূহ

এই প্রকল্পের জন্য ১১টি স্থান থেকে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে (আলুবাজার, ইলিশা, ব্যাংকেরহাট, হিজলা, তজুমুদ্দিন, ভৈরব বাজার, মজু চৌধুরী, দৌলতখান, তমুরুদ্দিন, বদ্দারহাট এবং মনপুরা লঞ্চঘাট) । শুধুমাত্র লাহারহাট এবং মতিরহাট থেকে সরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ভৈরব বাজার থেকে ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় জমি অধিগ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা, গাছপালা, পুকুর, ব্যবসা, মজুরি শ্রমিক এবং বিক্রেতাদের উপর প্রভাব ফেলবে ।

- **ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার:** আদমশুমারি এবং ক্ষতির তালিকা জরিপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে সমীক্ষিত ১৩টি লঞ্চঘাটের মধ্যে ২৮৯টি পরিবার (৯৮২ জন) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫.১৪% (১৫ জন) পরিবার মহিলা প্রধান এবং ৯৪% এরও বেশি (২৭৪টি পরিবার ২৮৯টির মধ্যে) পুরুষ প্রধান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ২৫৮টি পরিবার সত্বহীন/ সামাজিকভাবে স্বীকৃত (Non-Titled holder) এবং ৩১টি পরিবার সত্ত্বাধিকারী (Titled holder)। সত্ত্বাধিকারী এবংসত্ত্বহীন পরিবারের তালিকা পরিশিষ্ট ৮ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

- **ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্থাপনা:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৩টি লঞ্চঘাটে প্রায় ১১৬টি প্রাথমিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রাথমিক স্থাপনার মধ্যে হিজলা, লাহারহাট, ভৈরব বাজার, তমুরুদ্দিন, ইলিশা, মতিরহাট এবং ব্যাংকেরহাট স্থানে ১০২টি বাণিজ্যিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ইলিশা, মতিরহাট, বদ্দারহাট এবং দৌলতখান স্থানে মাত্র ১৪টি আবাসিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । ভৈরব বাজারে সর্বাধিক সংখ্যক প্রাথমিক স্থাপনা (৫২টি) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মজু চৌধুরী, তজুমুদ্দিন, মনপুরা ও আলুবাজার এ কোনো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

- **ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য স্থাপনা:** তমুরুদ্দিন, ইলিশা, আলুবাজার এবং লাহারহাটে প্রায় ৪০টি সেকেন্ডারী স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সব সেকেন্ডারী স্থাপনা (মোট ৪০টির মধ্যে প্রায় ৩৪টি) মালিকানা সরকারের। যেমন: বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং ফ্লুরোসেন্ট আলো।

- **ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালা:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১০টি লঞ্চঘাটে কিছু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইলিশা, ব্যাংকেরহাট, হিজলা, তজুমুদ্দিন, তমুরুদ্দিন, বদ্দারহাট এবং মনপুরা লঞ্চঘাটে মোট ৩৭৬টি সত্ত্বাধিকারী (Titled holder) গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভৈরব বাজার, আলুবাজার এবং লাহারহাটে এ ৫টি সত্ত্বহীন (Non-titled holder) গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মতিরহাট, মজু চৌধুরী এবং দৌলতখান লঞ্চঘাটে কোনো গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

- **ক্ষতিগ্রস্ত ফসল:** প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ১৩টি লঞ্চঘাটে কোনও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

- **ক্ষতিগ্রস্ত মৎস:** শুধুমাত্র মনপুরা প্রকল্প এলাকায় একটি সত্ত্বাধিকারী (Titled holder) পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার পরিমান মোট ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। পুকুরটিতে বিভিন্ন ধরণের মৎস রয়েছে যেমন- কাতল, সিলভার কার্প, টেরোয়া, গ্রাস কার্প এবং পাঙ্গাস ইত্যাদি।

- **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান:** মোট ৭টি লঞ্চঘাটে ১০৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভৈরব বাজারে সবচেয়ে বেশি, ৭৫টি ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এরপর লাহারহাটে ২০টি ব্যবসা। আলুবাজারে মাত্র ২টি; ইলিশায় ১টি; হিজলায় ১টি; ব্যাংকারহাটে ৩টি এবং মতিরহাটে ২টি ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দৌলতখান, তমুরুদ্দিন, তজুমউদ্দিন, মজু চৌধুরী, বদ্দারহাট এবং মনপুরা এলাকায় কোনো ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

- **ক্ষতিগ্রস্ত মাসিক চুক্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী:** ভৈরব বাজার এবং লাহারহাটে দোকান/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১১৬ জন কর্মচারী/ শ্রমিক চিহ্নিত করা হয়েছে যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সাময়িকভাবে তাদের আয় হারাবেন।

- **ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়াটে:** ১৩টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে (আলুবাজার, ইলিশা, ভৈরব বাজার এবং লাহারহাট) মোট ৮০ জন ভাড়াটে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়াটের মধ্যে প্রায় ৭৯ জন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্থাপনাটি ব্যবহার করেন এবং ইলিশায় মাত্র একজন ভাড়াটে আবাসিক উদ্দেশ্যে স্থাপনাটি ব্যবহার করেন। দৌলতখান, হিজলা, তমুরুদ্দিন, ব্যাংকারহাট, মতিরহাট, তজুমদ্দিন, মজু চৌধুরী, বদ্দারহাট ও মনপুরা লঞ্চঘাটে কোনও ভাড়াটে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

- **ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিক্রেতা:** ১৩টি লঞ্চঘাটের মধ্যে শুধুমাত্র ভৈরব বাজারে ১৫ জন ক্ষুদ্র বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

- **সার্বজনীন সম্পত্তি (Common Property Resource):** প্রকল্পের হস্তক্ষেপের কারণে, ১৩টি স্থানে কোনও কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোর্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

- **হতদরিদ্র /ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার:** মোট ২৮৯টি পরিবারের মধ্যে ৭৭টি পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ। এদের মধ্যে ৬৯টি পরিবারের মাসিক গড় আয় (সর্বোচ্চ ১৬,৩৮০ টাকা) উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। ভৈরব ও মতিরহাটে ৩টি নারী প্রধান পরিবার রয়েছে। ৪টি পরিবার বয়স্ক/প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এবং মাত্র ১টি পরিবার জমি ও স্থাপনার ক্ষতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকায় কোনো নিম্ন সামাজিক গোষ্ঠী/জাতি বা উপজাতি ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

পরামর্শ এবং দলগত আলোচনা

১৪ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ১৩টি স্থানে ৫৯৮ জন (পুরুষ ৫৭৬ এবং মহিলা ২২) নিয়ে মোট ১৩টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সহ, স্থানীয় কর্মকর্তা, টার্মিনাল ব্যবহারকারী এবং প্রকল্পের সাথে নিযুক্ত কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন পেশাগত এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর (কৃষক, বিক্রেতা, মহিলা, জেলে ইত্যাদি) সাথে ৭০টি দলগত আলোচনা করা হয়েছে।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের কমিউনিটি বিজ্ঞপ্তি ও ব্যক্তিগত মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল। আলোচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, জমি অধিগ্রহণ, সাময়িক নির্মাণ প্রভাব, ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া, অভিযোগ নিষ্পত্তি (যার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত) এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের বিষয়গুলো

অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থানীয়রা জীবিকা সংরক্ষণ, কমিউনিটি সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং লঞ্চঘাটের সুবিধা উন্নত করার বিষয়ে তাদের উদ্বেগ ও বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

পরামর্শ সভা এবং দলগত আলোচনা চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে ব্যবসায় পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা চেয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায়, পরামর্শকরা সঠিক প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং পাশাপাশি বিকল্প জীবিকা প্রদান ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা হবে। বিস্তারিত তথ্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা এর অধ্যায় ৬-এ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অ্যাড্রয়েট এনভায়রনমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড দ্বারা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ অফিসের কনফারেন্স রুমে চূড়ান্ত খসরা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদনের উপর একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল। কর্মশালায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ এর প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের সদস্যরা খসরা প্রতিবেদনের উপর তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। তাদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদনটি সংশোধন করা হয় এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। সভার কার্যবিবরণী, অংশগ্রহণকারীদের তালিকা এবং ছবি সংযোজন ০৫-এ সংযোজিত করা হয়েছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নীতি

সকল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, তাদের সম্পত্তির ধরণ যেটাই হোক না কেন, জনশুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপে চিহ্নিত ক্ষতি ও প্রভাবের ধরন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা পাবেন, যা পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা এর এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সে (Entitlement Matrix) বর্ণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ এর পুনর্বাসন সুবিধার জন্য ১০.১৩% মুদ্রাস্ফীতি হার প্রযোজ্য, যেমনটি পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (Resettlement Policy Framework) তে উল্লেখ রয়েছে। ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তার জন্য যোগ্যতা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে যারা পূর্বে নির্ধারিত চূড়ান্ত তারিখ (কাট অফ ডেট) এর আগে চিহ্নিত হয়েছেন।

প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা সম্পদ ও আয়ের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তা পাবেন। প্রতিটি ক্ষতির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য এনটাইটেলমেন্ট বিকল্পসমূহ সংক্ষেপে অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন এবং স্থানান্তরের বিকল্প সমূহ

বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-S6A প্যাকেজের আওতায় ১৩টি লঞ্চঘাট নির্মাণের ফলে বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘর, দোকানপাট এবং অন্যান্য স্থাপনা স্থানচ্যুত হবে। এর জন্য ১২টি স্থানে ব্যক্তিগত/খাস জমি অধিগ্রহন করে এবং ১টি স্থানে বিআইডব্লিউটিএ এর জমি ব্যবহার করতে হবে। প্রধান স্থানচ্যুত এলাকাগুলি হল: আবাসিক পরিবার: ইলিশা, মনপুরা, মতিরহাট, বদ্দারহাট এবং

দৌলতখান; দোকান/বাজার: ভৈরব, আলুবাজার, মতিরহাট, তমুরুদ্দিন, হিজলা, ইলিশা, ব্যাংকারহাট, লাহারহাট এবং দৌলতখান। তজুমুদ্দিন এবং মজু চৌধুরীতে কোনো স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করা হবে। কোনো পুনর্বাসন স্থান তৈরি করা হবে না এবং কোনো ক্লাস্টার পুনর্বাসন (১০+ পরিবার/দোকান) মৌলিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাবে না। দুর্বল গোষ্ঠীসমূহকে আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচি (Income and Livelihood Restoration Program) এর মাধ্যমে সহায়তা করা হবে।

অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM)

কার্গো ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের জন্য পূর্বে প্রণীত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্বব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে একটি বিস্তারিত অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM) বর্ণনা করা হয়েছে। একই ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-S6A প্যাকেজের জন্য অনুসরণ করা হবে এবং সামাজিক এনজিও (বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-S12/1) উক্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন পরিকল্পনাও পূর্বে উল্লেখিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা তে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই একইভাবে অনুসরণ করা হবে। একটি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রস্তাবিত হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- নির্মাণের জন্য জমি খালি করা, বিকল্প মূল্যে পৌঁছানোর জন্য আইন সম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (Compensation Under Law-CUL) এর উপর অতিরিক্ত অনুদানের অর্থ প্রদান, আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য সামাজিক উন্নয়ন। বিস্তারিত নকশা সম্পন্ন হওয়ার পর, সঠিক জরিপ কার্যকর হওয়ার পর এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার বাজেট হাল নাগাদ এবং চূড়ান্ত হওয়ার পরে এই সময়সূচী চূড়ান্ত করা হবে।

খরচের প্রাক্কলন এবং বাজেট

ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন সুবিধা, পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয়সমূহের জন্য একটি অস্থায়ী মোট বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট প্রস্তাবিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাজেট দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৮৬৭,৬০৬,৮৯৪.৯৭ টাকা (ছিয়াশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ ছয় হাজার আটশত চুরানব্বই টাকা সাতানব্বইপয়সা মাত্র) যা ৭,০৫৩,৭১৪.৫৯ মার্কিন ডলার (সাত মিলিয়ন তিপ্পান্ন হাজার সাতশত চৌদ্দ ডলার উনষাট সেন্ট) এর সমতুল্য, যেখানে ১ মার্কিন ডলার = ১২৩ টাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই বাজেটে আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়ন খরচ এবং পুনর্বাসন স্থানে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নির্মাণের খরচও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (যদি গোষ্ঠীভিত্তিক পুনর্বাসন হয়)। পৌরসভা এলাকায় ৬% এবং ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ৩% হারে জেলা প্রশাসক অফিসে ফেরতযোগ্য কর ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় পূরণের জন্য ৩% জরুরি তহবিল প্রস্তাবিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে- অভিযোগ প্রতিকার কমিটি সুপারিশ, পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর মূল্যায়ন, আইনি সহায়তা এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় উত্থাপিত অপ্রত্যাশিত বিষয়সমূহ। এই জরুরি তহবিল কেবলমাত্র প্রকল্প পরিচালক/বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের পর ব্যবহার করা যাবে। বাজেটের বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ১২ তে উপস্থাপন করা হয়েছে।